আদি-লীলা।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নিত্যানন্দপদাম্ভোজভৃঙ্গান্ প্রেমমধূন্মদান্।
নত্বাখিলান্ তেষু মুখ্যা লিখ্যন্তে কতিচিন্ময়া ॥ ১

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ধন্য ॥ ১

তথাহি—
তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসৎপ্রেমামরশাখিনঃ।
ঊর্দ্ধস্কন্ধাবধূতেন্দোঃ শাখারূপান্ গণান্ নুমঃ ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নিত্যানন্দেতি। নিত্যানন্দ-পদাম্ভোজভৃঙ্গান্ নিত্যানন্দ-চরণ-কমল-মধুকরান্ নত্বা তেষু অসংখ্যেষু কতিচিৎ মুখ্যাঃ প্রধানাঃ ময়া লিখ্যন্তে। কিম্ভূতান্ প্রেমমধূন্মদান্ প্রেমমধুপানেন উন্মত্তান্। ১।

তস্যেতি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপসৎকল্পবৃক্ষস্য ঊর্দ্ধস্কন্ধরূপাবধূতচন্দ্রস্য গণান্ নুমঃ বয়মিতিশেষঃ। কিম্ভূতান্ গণান্? শাখারূপান্। ২।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রেমকল্পতরুর মূলস্কন্ধ হইতে যে দুইটী বড় ডাল বাহির হইয়াছে, তাহার একটী শ্রীনিত্যানন্দ এবং অপরটী শ্রীঅদ্বৈত। শ্রীনিত্যানন্দরূপ ডাল হইতে যে সকল শাখা-প্রশাখাদি বাহির হইয়াছে, তাঁহাদের (অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দের অনুগত ভক্তগণের) বিবরণ এই পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। প্রেমমধূন্মদান্ (প্রেমরূপ মধুপানে উন্মত্ত) অখিলান্ (সমস্ত) নিত্যানন্দ-পদাম্ভোজ-ভৃঙ্গান্ (শ্রীনিত্যানন্দের চরণ-কমলের মধুকরদিগকে) নত্বা (নমস্কার করিয়া) তেষু (তাঁহাদের মধ্যে) মুখ্যাঃ (প্রধান প্রধান) কতিচিৎ (কয়েকজন) ময়া (মৎকর্তৃক) লিখ্যন্তে (লিখিত হইতেছেন)।

অনুবাদ। প্রেমমধুপানে উন্মত্ত শ্রীনিত্যানন্দ-চরণ-কমলের সমস্ত মধুকরগণকে নমস্কার করিয়া তাঁহাদের মধ্যে মুখ্য মুখ্য কয়েকজনের পরিচয় লিখিতেছি। ১।

১। কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ারের পরিবর্তে এইরূপ পাঠ আছে:—"জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাঁহার চরণাশ্রিত যেই সেই ধন্য ॥ জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় নিত্যানন্দ। জয় জয় মহাপ্রভুর সর্ব্বভক্তবৃন্দ ॥"

শ্লো। ২। অন্বয়। তস্য (সেই) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সৎপ্রেমামরশাখিনঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ-সৎকল্পবৃক্ষের) ঊর্দ্ধস্কন্ধাবধূতেন্দোঃ (ঊর্দ্ধস্কন্ধরূপ অবধূতচন্দ্রের—শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্ররূপ ঊর্দ্ধস্কন্ধের) শাখারূপান্ (শাখারূপ) গণান্ (গণদিগকে—অনুগতভক্তদিগকে) নুমঃ (আমরা নমস্কার করি)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ প্রেমকল্পবৃক্ষের ঊর্দ্ধস্কন্ধস্বরূপ অবধূত (নিত্যানন্দ)-চন্দ্রের শাখারূপগণ (অনুগত ভক্ত)-দিগকে নমস্কার করিতেছি। ২।

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর পরিকরবর্গের বর্ণনাপ্রারম্ভে তাঁহাদের কৃপাপ্রার্থনা করিয়াই তাঁহাদিগকে গ্রন্থকার প্রণাম জানাইতেছেন।

শ্রীনিত্যানন্দ বৃক্ষের স্কন্ধ গুরুতর।
তাহাতে জন্মিল শাখা-প্রশাখা বিস্তর ॥ ২
মালাকারের ইচ্ছাজলে বাড়ে শাখাগণ।
প্রেম-ফল-ফুল ভরি ছাইল ভুবন ॥ ৩
অসংখ্য অনন্ত গণ—কে করু গণন।
আপনা শোধিতে কহি মুখ্যমুখ্য জন ॥ ৪
শ্রীবীরভদ্র-গোসাঞি স্কন্ধ-মহাশাখা।
তাঁর উপশাখা যত—অসংখ্য তার লেখা ॥ ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২-৩। **শ্রীনিত্যানন্দ** ইত্যাদি—শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র হইলেন শ্রীচৈতন্যরূপ কল্পবৃক্ষের গুরুতর স্কন্ধ। **গুরুতর**—প্রধানতর। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (১।৯।১৯) মূলস্কন্ধ (গুঁড়ি) হইতে আবার দুইটী স্কন্ধ বাহির হইয়াছে—শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈত; এই দুইটী স্কন্ধই অন্যান্য শাখা-প্রশাখাদির তুলনায় গুরু বা শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ সমগ্র শ্রীচৈতন্য-পার্ষদগণের মধ্যে এই দুইজন শ্রেষ্ঠ); এস্থলে গুরুতর-শব্দের "তর"-প্রত্যয় দ্বারা প্রকাশ করা হইতেছে যে, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের মধ্যে আবার শ্রীনিত্যানন্দই শ্রেষ্ঠ। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত উভয়েই স্বরূপতঃ ঈশ্বরতত্ত্ব হইলেও শ্রীনিত্যানন্দ (সঙ্কর্ষণ) হইলেন শ্রীঅদ্বৈতের (কারণার্ণবশায়ীর) অংশী; তাই স্বরূপতঃই শ্রীঅদ্বৈত হইতে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রেষ্ঠ। **তাহাতে**—শ্রীনিত্যানন্দরূপ শাখাতে। **শাখা-প্রশাখা**—শিষ্য, অনুশিষ্যাদি। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর শিষ্য, অনুশিষ্য প্রভৃতি হইতে আবার অসংখ্য ভক্তের উদ্ভব হইল।

মালাকারের—শ্রীমন্মহাপ্রভুর। **ইচ্ছাজলে**—ইচ্ছারূপ জলদ্বারা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর শিষ্যানুশিষ্যাদি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন এবং তাঁহারাও আবার কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইয়া আপামর সাধারণকে প্রেমদানের যোগ্যতা লাভ করিলেন।

৫। **শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি**—ইনি শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর পুত্র। **স্কন্ধ-মহাশাখা**—(শ্রীনিত্যানন্দরূপ) স্কন্ধের একটী বৃহৎ শাখা।

ভক্তিরত্নাকর দ্বাদশ তরঙ্গ হইতে জানা যায়, গৌরীদাস পণ্ডিতের ভ্রাতা সূর্য্যদাস পণ্ডিত স্বীয় দুইকন্যা বসুধা ও জাহ্নবীদেবীকে শ্রীমন্নিত্যানন্দের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীশ্রীবসুধা-জাহ্নবাকে লইয়া খড়দহে বাস করিতে লাগিলেন। ত্রয়োদশ-তরঙ্গ হইতে জানা যায়, জাহ্নবামাতা-গোস্বামিনীর ইচ্ছায় রাজবলহাটের নিকটবর্ত্তী ঝামটপুরগ্রাম-নিবাসী যদুনন্দন আচার্য্যের শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীনারায়ণী নাম্নী দুই কন্যার সহিত শ্রীনিত্যানন্দ-তনয় শ্রীবীরচন্দ্রের বিবাহ হয়। শ্রীশ্রীবীরচন্দ্র ছিলেন বসুধামাতার সন্তান। "বিবাহ করিয়া গৃহে আইলা গৌরচন্দ্র। পুত্রবধূ দেখি বসু হৈলা মহানন্দ॥" শ্রীমন্নিত্যানন্দের শ্রীগঙ্গানাম্নী এক কন্যাও ছিলেন। "ভ্রাতার বিবাহে গঙ্গাদেবী হর্ষ অতি॥" মাধব আচার্য্যের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এ-সম্বন্ধে গৌরগণোদ্দেশদীপিকা বলেন—"বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা যাসীৎ সা নিজনামতঃ। নিত্যানন্দাত্মজা জাতা মাধবঃ শান্তনুর্নৃপঃ॥" শ্রীবীরভদ্র প্রভু যখন শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন "নিত্যানন্দ বলদেবের সন্তান"রূপে তিনি তত্রত্য বৈষ্ণবগণকর্ত্তৃক বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকরের চতুর্দ্দশ তরঙ্গ হইতে জানা যায়, বীরভদ্র প্রভুর তিন পুত্র ছিলেন। "যৈছে প্রভু বীরচন্দ্র গুণের আলয়। তৈছে তাঁর তিনপুত্র প্রেমভক্তিময়॥ জ্যেষ্ঠপুত্র গোপীজনবল্লভ প্রচার। মধ্যম শ্রীরামকৃষ্ণ পরম উদার॥ কনিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র পরম সুশান্ত॥" গৌরগণোদ্দেশদীপিকা বলেন,—পূর্ব্বলীলায় শ্রীবসুধা ও শ্রীজাহ্নবা ছিলেন যথাক্রমে শ্রীবারুণী ও শ্রীরেবতী। কাহারও কাহারও মতে শ্রীবসুধা ছিলেন কালাবাণী এবং শ্রীজাহ্নবা ছিলেন অনঙ্গমঞ্জরী। "শ্রীবারুণী-রেবতীবংশসম্ভবে তস্য প্রিয়ে শ্রীবসুধা চ জাহ্নবী। শ্রীসূর্য্যদাসাখ্যমহাত্মনঃ সুতে কুকুদ্মিরূপস্য চ সূর্য্যতেজসঃ॥ কেচিৎ শ্রীবসুধাদেবীং কালাবাণীং বিবৃণোতি। অনঙ্গমঞ্জরীং কেচিজ্জাহ্নবীঞ্চ প্রচক্ষতে॥ উভয়ঞ্চ সমীচীনং পূর্ব্বস্যায়াৎ সতাং মতম্॥"

অথবা, স্কন্ধতুল্য মহাশাখা; শাখা হইলেও খুব বড় শাখা এবং তাহা দেখিতেও স্কন্ধেরই তুল্য। ঈশ্বরতত্ত্ব বলিয়াই শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতকে স্কন্ধ বলা হইয়াছে (১।৯।১৯)। শ্রীবীরভদ্র প্রভুও ঈশ্বরতত্ত্ব (পরবর্ত্তী পয়ার);

ঈশ্বর হইয়া কহায় 'মহাভাগবত' ।
বেদধর্ম্মাতীত হৈয়া বেদধর্ম্মের রত ॥ ৬
অন্তরে ঈশ্বরচেষ্টা. বাহিরে নির্দ্দম্ভ ।
চৈতন্যভক্তিমণ্ডপে তেঁহো মূলস্তম্ভ ॥ ৭
অদ্যাপি যাঁহার কৃপা মহিমা হইতে ।
চৈতন্য নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে ॥ ৮
সেই বীরভদ্রগোসাঞির লইনু শরণ ।
যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্টপূরণ ॥ ৯
শ্রীরামদাস আর গদাধরদাস ।
চৈতন্যগোসাঞির ভক্ত, রহে তাঁর পাশ ॥১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

সুতরাং তিনিও ভক্তিকল্পবৃক্ষের স্কন্ধের ন্যায়ই শক্তিশালী ; কাজেই তিনিও স্কন্ধরূপেই বর্ণিত হইতে পারেন ; তথাপি, স্কন্ধ-স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ হইতে তিনি উদ্ভূত হইয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় তাঁহাকে স্কন্ধ না বলিয়া শাখা বলা হইয়াছে এবং তিনি যেন স্কন্ধরূপেই বর্ণিত হওয়ার যোগ্য, তাহা প্রকাশ করিবার নিমিত্তই তাঁহাকে "স্কন্ধ মহাশাখা" বলা হইয়াছে। **তাঁর**—শ্রীবীরভদ্র গোস্বামীর। ৫-৯ পয়ারে বীরভদ্র গোস্বামীর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

ঝামটপুরের গ্রন্থে "স্কন্ধ-মহাশাখার" পরিবর্ত্তে "স্কন্ধ-সমশাখা" পাঠ আছে। ইহার অর্থ এই যে—তিনি স্কন্ধ হইতে উদ্ভূত বলিয়া শাখাস্বরূপ হইলেও স্কন্ধেরই তুল্য শক্তিশালী। পরবর্ত্তী পয়ার দ্রষ্টব্য।

৬-৯। ঈশ্বর-তত্ত্ব হইয়াও শ্রীবীরভদ্র গোস্বামী যে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন।

ঈশ্বর—পয়োব্ধিশায়ী নারায়ণ সঙ্কর্ষণেরই এক ব্যূহ—অংশকলা ; এই পয়োব্ধিশায়ীই শ্রীবীরভদ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; তিনি শ্রীচৈতন্যের অভিন্ন-বিগ্রহ। সুতরাং তিনি ঈশ্বরতত্ত্ব। "সঙ্কর্ষণস্তু যো ব্যূহঃ পয়োব্ধিশায়ীনামকঃ। স এব বীরচন্দ্রোঽভূচ্চৈতন্যাভিন্নবিগ্রহঃ॥ গৌরগণোদ্দেশ। ৬৭।"

কহায় মহাভাগবত—তাঁহার আচরণ দেখিয়া লোকে তাঁহাকে মহাভাগবত বলে। তিনি ঈশ্বরতত্ত্ব হইলেও ভক্তবৎ আচরণই করেন, তাঁহার ঈশ্বরত্ব তাঁহার কোনও কার্য্যে বাহিরে প্রকটিত হয় না। **বেদধর্ম্মাতীত** ইত্যাদি—তিনি স্বরূপতঃ ঈশ্বরতত্ত্ব বলিয়া বেদধর্ম্মের অতীত ; কিন্তু তথাপি তিনি বেদধর্ম্মের পালন করেন। **বেদধর্ম্ম**—বেদবিহিত বিধি-নিষেধাদি।

কেহ কেহ বলেন, স্বরূপতঃ ঈশ্বরতত্ত্ব হইয়াও ভক্তবৎ আচরণ করিতেন বলিয়া এবং বেদবিহিত বিধি-নিষেধের পালন করিতেন বলিয়া শ্রীবীরভদ্র-গোস্বামীকে ভক্তিকল্পবৃক্ষের স্কন্ধ না বলিয়া শাখারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই সমাধান সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না ; শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীঅদ্বৈতও ঈশ্বরতত্ত্ব হইয়া ভক্তবৎ আচরণ করিতেন এবং বেদবিহিত বিধি-নিষেধও পালন করিতেন। যদি ভক্তবৎ আচরণ এবং বেদবিহিত বিধি-নিষেধের পালনই ভক্তি-কল্পবৃক্ষের শাখারূপে বর্ণনার হেতু হইত, তাহা হইলে শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীঅদ্বৈতও শাখারূপেই বর্ণিত হইতেন—স্কন্ধরূপে বর্ণিত হইতেন না। বৃক্ষের মূলস্কন্ধ (গুঁড়ি) হইতে অপর স্কন্ধ উৎপন্ন হয় ; এই অপর-স্কন্ধ হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকে আর স্কন্ধ বলে না, শাখাই বলে। শ্রীনিত্যানন্দ হইলেন ভক্তিকল্পবৃক্ষের একটী স্কন্ধ (মূলস্কন্ধ হইতে উদ্ভূত স্কন্ধ), শ্রীবীরভদ্র গোস্বামী এই স্কন্ধ হইতে উৎপন্ন (পুত্রত্ব হেতু) বলিয়াই তাঁহাকে স্কন্ধ না বলিয়া শাখা বলা হইয়াছে।

অন্তরে ঈশ্বর চেষ্টা ইত্যাদি—তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া বাহিরে দৈন্য-বিনয়শীল হইলেও তাঁহার অন্তরে ঈশ্বর-চেষ্টা—ঈশ্বরের স্বরূপানুবন্ধিনী শক্তি—আছে ; তাহারই প্রভাবে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তিমণ্ডপের মূলস্তম্ভস্বরূপ—মহাপ্রভু জগতে যে ভক্তি প্রচার করিয়াছেন, তাহার স্থায়িত্ব-রক্ষণবিষয়ে শ্রীবীরভদ্র-গোস্বামীই প্রধান সহায়।

চৈতন্য-নিত্যানন্দ গায়—শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের নাম-গুণাদির কীর্ত্তন করে।

১০।১২। শ্রীরামদাস ও শ্রীগদাধর দাস শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পার্ষদ হইলেও—শ্রীনিত্যানন্দ যখন নীলাচল হইতে মহাপ্রভুর আদেশে প্রেম-প্রচারের নিমিত্ত গৌড়ে আসেন, তখন মহাপ্রভুরই আদেশে তাঁহারা উভয়েও শ্রীনিত্যানন্দের

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যবে গৌড়ে যাইতে।
মহাপ্রভু এই দুই দিলা তাঁর সাথে ॥১১
অতএব দুই-গণে দোঁহার গণন।
মাধব-বাসুদেব-ঘোষের এই বিবরণ ॥১২
রামদাস মুখ্যশাখা সখ্যপ্রেমরাশি।
ষোল-সাঙ্গের কাষ্ঠ যেই তুলি কৈল বাঁশী ॥১৩
গদাধরদাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ।
যাঁর ঘরে দানকেলি কৈল নিত্যানন্দ ॥১৪
শ্রীমাধবঘোষ মুখ্য কীর্ত্তনীয়াগণে।
নিত্যানন্দপ্রভু নৃত্য করে যার গানে ॥১৫
বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ-পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে ॥১৬
মুরারিচৈতন্য দাসের অলৌকিক লীলা।
ব্যাঘ্রগালে চড় মারে, সর্প-সনে খেলা ॥ ১৭
নিত্যানন্দের গণ যত—সব ব্রজের সখা।
শৃঙ্গ বেত্র গোপবেশ—শিরে শিখিপাখা ॥ ১৮
রঘুনাথবৈদ্য উপাধ্যায় মহাশয়।
যাঁহার দর্শনে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি হয় ॥ ১৯
সুন্দরানন্দ—নিত্যানন্দের শাখা ভৃত্য মর্ম্ম।
যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজনর্ম্ম ॥ ২০
কমলাকর-পিপ্পলাই অলৌকিক-রীতি।
অলৌকিক প্রেম তাঁর ভুবনে বিদিত ॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সঙ্গে গৌড়ে আসেন; তদবধি তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দের গণেও পরিগণিত; এইরূপে মহাপ্রভুর গণেও তাঁহাদের নাম আছে, নিত্যানন্দপ্রভুর গণেও নাম আছে। শ্রীমাধব ঘোষ এবং বাসুদেব ঘোষের নামও এইরূপে উভয় গণে দৃষ্ট হয়।

১৩।১৬। পূর্ব্ববর্ত্তী তিন পয়ারে উল্লিখিত রামদাস, গদাধর, মাধবঘোষ ও বাসুদেব ঘোষের পরিচয় দিতেছেন।

ষোলসাঙ্গের ইত্যাদি—১।১০।১১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **গদাধর দাস** ইত্যাদি—১।১০।৫১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ব্রজলীলায় গদাধর দাস ছিলেন শ্রীরাধার বিভূতিস্বরূপা চন্দ্রকান্তি সখী (গৌরগণোদ্দেশ ১৫৪); তাই নবদ্বীপলীলায়ও তিনি সর্ব্বদা গোপীভাবে আবিষ্ট থাকিতেন। শ্রীল গদাধর দাসের গৃহে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু এক সময়ে দানখণ্ড-লীলায় নৃত্য করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত। অন্ত্যখণ্ড। ৫ম-অধ্যায়।

মুখ্য কীর্ত্তনীয়াগণে—কীর্ত্তনীয়াগণের মধ্যে মুখ্য বা শ্রেষ্ঠ। **প্রভুর বর্ণনে**—প্রভুর লীলাদির বর্ণনা। বাসুদেব ঘোষ মহাশয় মহাপ্রভুর লীলাদি বর্ণনা করিয়া অনেক গীত (মহাজনীপদ) রচনা করিয়াছেন।

১৭। মুরারি চৈতন্য দাস—শ্রীল মুরারি পণ্ডিতের অপর এক নামই চৈতন্য দাস। "যোগ্য শ্রীচৈতন্য দাস মুরারি পণ্ডিত। শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড, ৫ম অধ্যায়। প্রসিদ্ধ চৈতন্য দাস মুরারি পণ্ডিত। শ্রীচৈতন্য ভাগবত। অন্ত্যখণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।" কৃষ্ণপ্রেমের আবেশে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ইনি কখনও কখনও সর্প এবং ব্যাঘ্রের সঙ্গে খেলা করিতেন; সর্প-ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু হইলেও তাঁহার কোনও অনিষ্ট করিত না। "বাহ্য নাহি শ্রীচৈতন্য দাসের শরীরে। ব্যাঘ্র তাড়াইয়া যায় বনের ভিতরে॥ কখনো চড়েন সেই ব্যাঘ্রের উপরে। কৃষ্ণের প্রসাদে ব্যাঘ্র লঙ্ঘিতে না পারে॥ মহা অজগর সর্প লই নিজ কোলে। নির্ভয়ে চৈতন্যদাস থাকে কুতূহলে॥ শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৫ম অধ্যায়।"

১৮। শৃঙ্গ—শিঙ্গা। **বেত্র**—বেত, পাঁচনি; গোচারণের সময় গরু তাড়াইবার জন্য। **শিখিপাখা**—ময়ূরের পাখা। শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদগণ ব্রজলীলায় ব্রজের সখ্যভাবাপন্ন রাখাল ছিলেন; নবদ্বীপলীলায়ও তাঁহারা শৃঙ্গ-বেত্র-শিখিপাখাদিদ্বারা ব্রজ-রাখাল বেশে সজ্জিত হইতেন।

২০। মর্ম্ম—অন্তরঙ্গ; প্রিয়। **ব্রজনর্ম্ম**—ব্রজের ভাবে পরিহাস।

২১। পূর্ব্ববর্ত্তী ৮ম পরিচ্ছেদের ৪র্থ শ্লোকের টীকায় বলা হইয়াছে—প্রেমের আবির্ভাব হইলে সকলেরই চিত্ত দ্রব হয়, অনেকেরই অশ্রু-প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকারও বাহিরে প্রকাশ পায়; কিন্তু কোনও কোনও গম্ভীর-প্রকৃতি ভক্তের নয়নে অশ্রু দেখা দেয় না। কমলাকর অত্যন্ত গম্ভীরচিত্ত ভক্ত ছিলেন, চিত্ত দ্রব হইলেও তাঁহার নয়নে অশ্রু

সূর্য্যদাস সরখেল, তাঁর ভাই কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দে দৃঢ়বিশ্বাস— প্রেমের নিবাস ॥২২
গৌরীদাসপণ্ডিত যাঁর প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম দিতে নিতে ধরে মহাশক্তি ॥ ২৩
নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতিকুলপাঁতি।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ করি প্রাণপতি ॥ ২৪
নিত্যানন্দ-প্রিয় অতি পণ্ডিত পুরন্দর।
প্রেমার্ণবমধ্যে ফিরে যৈছন মন্দর ॥ ২৫
পরমেশ্বরদাস নিত্যানন্দৈকশরণ।
কৃষ্ণভক্তি পায়—তাঁরে যে করে স্মরণ ॥ ২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রবাহিত হইতনা ; তাই দৈন্যবশতঃ তিনি নিজেকে অত্যন্ত কঠিন-হৃদয় বলিয়া মনে করিতেন। পাষাণগলান হরিনামাদি শ্রবণে সকলেরই নয়নে অশ্রু প্রবাহিত হয়,—কিন্তু তাঁহার নয়ন শুষ্ক থাকে দেখিয়া,—সম্ভবতঃ পাষাণ সদৃশ চক্ষুকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যেই—তিনি একদিন নিজের চক্ষুতে পিপ্পল-চূর্ণ-প্রদান করিয়া অশ্রু বাহির করিয়াছিলেন। এজন্য মহাপ্রভু তাঁহার নাম রাখেন পিপ্‌লাই ; তদবধি ইনি কমলাকর-পিপলাই নামে খ্যাত হয়েন।

২২। **সূর্য্যদাস সরখেল**—সূর্য্যদাস ছিলেন গৌরীদাস-পণ্ডিতের ভাই। সরখেল তাঁহার উপাধি। সরখেল যাবনিক ভাষা—ইহা গৌড়েশ্বরদত্ত একটী উপাধি। শ্রীনিত্যানন্দ ছিলেন অবধূত ; তাঁহাতে দৃঢ় বিশ্বাসবশতঃই তাঁহার জাতিকুলের অপেক্ষা না করিয়া সূর্য্যদাস সরখেল নিত্যানন্দ-প্রভুর হস্তে স্বীয় দুই কন্যাকে—বসুধা ও জাহ্নবাদেবীকে—সমর্পণ করিয়াছিলেন। ১।১১।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৩-২৪। **গৌরীদাস পণ্ডিত**—কালনার নিকটবর্ত্তী অম্বিকায় ইঁহার শ্রীপাট ; সূর্য্যদাস সরখেল ইঁহার সহোদর। ব্রজের সুবল-সখাই গৌরীদাস পণ্ডিত। **প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি**—কৃষ্ণপ্রেমবশতঃ উদ্দণ্ডা ভক্তি ; (শাসনের জন্য) উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে দণ্ড (লাঠি) যে ভক্তির, তাহার নাম উদ্দণ্ডাভক্তি। শাসনের নিমিত্ত যে দণ্ড উর্দ্ধে উত্থিত হয়, তাহা দেখিয়া যেমন দুর্জ্জনগণ পলায়ন করে, গৌরীদাস-পণ্ডিতের বলবতী ভক্তির প্রভাব দেখিয়াও তদ্রূপ ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতাদি দূরে পলায়ন করিত ; তাই তাঁহার ভক্তিকে উদ্দণ্ডা ভক্তি (যে ভক্তি ভগবদ্ বহির্ম্মুখতাদিকে তাড়াইবার নিমিত্ত সর্ব্বদা দণ্ড উত্তোলন করিয়া রাখিয়াছেন, সেই ভক্তি)—বলা হইয়াছে ; শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দে এবং শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার গভীর প্রেম ছিল বলিয়াই তাঁহাতে এতাদৃশী ভক্তি অভিব্যক্ত হইয়াছে ; তাই তাঁহার এই ভক্তিকে প্রেমোদ্দণ্ডভক্তি বলা হইয়াছে। **কৃষ্ণপ্রেম দিতে নিতে** ইত্যাদি—কৃষ্ণপ্রেম গ্রহণ করার (নিতে) শক্তিও যেমন ছিল, অপরকে কৃষ্ণপ্রেম দান করার শক্তিও গৌরীদাস-পণ্ডিতের তেমনি ছিল। তাৎপর্য্য এই যে, তিনি অলৌকিক-প্রেম-শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। **নিত্যানন্দে সমর্পিল** ইত্যাদি—জাতিকুল-সম্বন্ধীয় সামাজিক প্রথাকে অগ্রাহ্য করিয়া অবধূত-নিত্যানন্দের নিকটে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রীদ্বয়ের (বসুধা-জাহ্নবার) বিবাহ দিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ অবধূত ছিলেন বলিয়া তাঁহার জাতিকুলাদির কোনরূপ বিচার ছিলনা ; গৌরীদাস-পণ্ডিতের ন্যায় যে সমস্ত ব্রাহ্মণ সমাজের গণ্ডীর ভিতরে ছিলেন, তাঁহাদের পক্ষে নিত্যানন্দের নিকটে কন্যাবিবাহ দেওয়া তৎকালীন সামাজিক প্রথা অনুমোদন করিতনা ; এরূপ সম্বন্ধ যিনি করিতেন, তাঁহাকে সমাজে পতিত হইতে হইত, কেহ তাঁহার সহিত পংক্তি-ভোজন (এক সঙ্গে বসিয়া আহার) করিতনা ; তাঁহাকে অনেক সামাজিক উৎপীড়নও সহ্য করিতে হইত। গৌরীদাস পণ্ডিত এসমস্ত সামাজিক-উৎপীড়নাদির ভয় না করিয়া শ্রীনিত্যানন্দের হস্তে বসুধা-জাহ্নবাকে অর্পণ করিয়াছেন। **পাঁতি**—পংক্তি ; সদ্‌ব্রাহ্মণের সঙ্গে পংক্তিভোজনের সম্মান।

২৫। **অর্ণব**—সমুদ্র। **মন্দর**—মন্দর পর্ব্বত, যাহাকে মন্থন-দণ্ড করিয়া পূর্ব্বে দেবাসুরগণ সমুদ্র মন্থন করিয়াছিল। পুরন্দর-পণ্ডিত ছিলেন প্রেম-সমুদ্রমন্থনে মন্দর-পর্ব্বততুল্য। তাৎপর্য্য এই যে,—সমুদ্রমধ্যে মন্দর-পর্ব্বত ঘূর্ণিত হওয়ায় যেমন অমৃতাদি নানাদ্রব্যের উদ্ভব হইয়াছিল, তদ্রূপ—কৃষ্ণপ্রেম-সমুদ্রে পুরন্দর-পণ্ডিতকে ঘূর্ণিত করিলে (অর্থাৎ কৃষ্ণলীলাদি-বিষয়ে তাঁহার সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিলে) অনেক অনির্ব্বচনীয় প্রেমরস-বৈচিত্রীর উদ্ভব হইত। অথবা, মন্দর-পর্ব্বত সমুদ্রমধ্যে ঘূর্ণিত হওয়ার সময় যখন যেদিকে ফিরিত, সর্ব্বদাই যেমন চতুর্দ্দিকে কেবল সমুদ্রই

জগদীশপণ্ডিত হয় জগত-পাবন।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে যেন বর্ষাঘন ॥ ২৭
নিত্যানন্দ-প্রিয়-ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
অত্যন্ত বিরক্ত সদা কৃষ্ণ প্রেমময় ॥ ২৮
মহেশপণ্ডিত ব্রজের উদার গোয়াল।
ঢক্কাবাদ্যে নৃত্য করে—প্রেমে মাতোয়াল ॥ ২৯
নবদ্বীপে পুরুষোত্তমপণ্ডিত-মহাশয়।
নিত্যানন্দ নামে যাঁর মহোন্মাদ হয় ॥ ৩০
বলরামদাস কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদী।
নিত্যানন্দ নামে হয় পরম উন্মাদী ॥ ৩১
মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র।
যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ ॥ ৩২
রাঢ়ে জন্ম যাঁর কৃষ্ণদাস দ্বিজবর।
শ্রীনিত্যানন্দের তিঁহো পরম কিঙ্কর ॥ ৩৩
কালা কৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণব প্রধান।
নিত্যানন্দচন্দ্র বিনু নাহি জানে আন ॥ ৩৪
শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তমদাস তাঁহার তনয় ॥ ৩৫
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণসনে ॥ ৩৬
তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকানুঠাকুর।
যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণপ্রেমামৃতপুর ॥ ৩৭
মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ ॥ ৩৮
আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ ভক্তি-অধিকারী।
পূর্ব্বে নাম ছিল যাঁর রঘুনাথপুরী ॥ ৩৯
শ্রীবিষ্ণুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস—তিন ভাই।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে ছিলা নিত্যানন্দগোসাঞি ॥ ৪০
নিত্যানন্দভৃত্য পরমানন্দ উপাধ্যায়।
শ্রীজীবপণ্ডিত নিত্যানন্দ-গুণ গায় ॥ ৪১
পরমানন্দগুপ্ত কৃষ্ণভক্ত মহামতি।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি ॥ ৪২
নারায়ণ, কৃষ্ণদাস, আর মনোহর।
দেবানন্দ—চারিভাই নিতাইকিঙ্কর ॥ ৪৩
বিহারী কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দপ্রভু-প্রাণ।
নিত্যানন্দপদ বিনু নাহি জানে আন ॥ ৪৪
নকড়ি মুকুন্দ সূর্য্য মাধব শ্রীধর।
রামানন্দবসু জগন্নাথ মহীধর ॥ ৪৫
শ্রীমন্ত গোকুলদাস হরিহরানন্দ।
শিবাই নন্দাই অবধূত পরমানন্দ ॥ ৪৬
বসন্ত নবমী হোড় গোপাল সনাতন।
বিষ্ণাই হাজরা কৃষ্ণানন্দ সুলোচন ॥ ৪৭
কংসারিসেন রামসেন রামচন্দ্রকবিরাজ।
গোবিন্দ, শ্রীরঙ্গ, মুকুন্দ—তিন কবিরাজ ॥ ৪৮
পীতাম্বর মাধবাচার্য্য দাস দামোদর।
শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর ॥ ৪৯
নর্ত্তক গোপাল রামভদ্র গৌরাঙ্গদাস।
নৃসিংহ চৈতন্যদাস মীনকেতন রামদাস ॥ ৫০
বৃন্দাবনদাস—নারায়ণীর নন্দন।
চৈতন্যমঙ্গল যেঁহো করিলা রচন ॥ ৫১
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস—বৃন্দাবনদাস ॥ ৫২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দেখিত—তদ্রূপ, পুরন্দর-পণ্ডিতও যখন যেদিকে দৃষ্টিপাত করিতেন, কিম্বা যখন যাহা শুনিতেন বা করিতেন—তৎ-সমস্তই তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমের উদ্দীপন স্বরূপ হইত। স্থূলতঃ, তিনি সর্ব্বদাই প্রেমসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন।

২৭। **বর্ষাঘন**—বর্ষাকালের ঘন বা মেঘ। বর্ষাকালের মেঘ যেমন সর্ব্বদা জল বর্ষণ করে, জগদীশ-পণ্ডিতও তদ্রূপ সর্ব্বদা সকলের প্রতি প্রেম বর্ষণ করিতেন।

৩৪। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন দক্ষিণদেশ ভ্রমণে গিয়াছিলেন, **কালা কৃষ্ণদাস** তখন তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন।

৪৪। **বিহারী**—সম্ভবতঃ বিহার-দেশ-বাসী।

৫১। **চৈতন্য মঙ্গল**—শ্রীচৈতন্যভাগবত। ১।৮।২৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বশাখাশ্রেষ্ঠ শ্রীবীরভদ্র-গোসাঞি।
তাঁর উপশাখা যত—তার অন্ত নাই॥ ৫৩
অনন্ত নিত্যানন্দ-গণ—কে করু গণন।
আত্মপবিত্রতাহেতু লিখিল কথোজন॥ ৫৪
এই সর্ব্বশাখা পূর্ণ পক্ক-প্রেমফলে।
যারে দেখে তারে দিয়া ভাসাইল সকলে॥ ৫৫
অনর্গল প্রেমা সভার—চেষ্টা অনর্গল।
প্রেম দিতে কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাবল॥ ৫৬
সংক্ষেপে কহিল এই নিত্যানন্দ-গণ।
যাঁহার অবধি না পায় সহস্র বদন॥ ৫৭
শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৫৮

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে নিত্যানন্দ-স্কন্ধশাখাবর্ণনং নাম একাদশপরিচ্ছেদঃ॥ ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫৩। শ্রীমন্নিত্যানন্দের সন্তান এবং পয়োব্ধিশায়ীর অবতার বলিয়াই শ্রীবীরভদ্রপ্রভুকে নিত্যানন্দরূপ স্কন্ধের শাখাসমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।

৫৬। অনর্গল—বাধাবিঘ্নশূন্য। অবাধে অকাতরে সকলে প্রেম বিতরণ করিয়াছেন। মহাপ্রভু-প্রদত্ত অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে প্রেম-বিতরণ-কার্য্যে কোনও স্থলেই তাঁহারা কোনওরূপ বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হয়েন নাই।